দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# প্রসঙ্গ ঃ মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি

সরকার দেশে মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং আওয়ামী লীগও নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা করেছে মেয়েদের জন্য একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। তা ভাল কথা। কিন্তু পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের কথাও ভাবা উচিত। বিদ্যালয়ে ছাত্র বেতন বর্তমানে দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের দেশের সিংহভাগ ছাত্রের অভিভাবক দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। দৈনিক দুই বেলা। তো দূরের কথা অনেক ছাত্রের অভিভাবক এক বেলাও ভালভাবে আহারের ব্যবস্থা করতে পারে না। তাই অনেক ছাত্রের পক্ষেই প্রতিমাসে তাদের বিদ্যালয়ের বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। এমনি করে চলে যায় দুই, চার ও ছয় মাস। এসে পড়ে প্রথম সাময়িকী পরীক্ষা। তখন বকেয়া বেতন, খেলাধুলা, স্কাউট, ম্যাগাজিন, নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, আসবাবপত্র, পাঠাগার, ল্যাবরেটরী, দরিদ্র তহবিল, প্রশ্নপত্র ছাপা, পরীক্ষা এবং অন্যান্য ফিসহ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রের ছয় মাসে বেতনাদি হয় সাত শত থেকে আট শত টাকা। যে ছাত্রের অভিভাবকের নুন আনতে পানতা ফুরায়, সে ছাত্রের সম্ভব হয় না বকেয়া বেতনাদি পরিশোধ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা। তাই ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকেই তার বিদ্যালয় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যে ছেলেটির মা একদিন ছেলের হাতে বই কলম তুলে দিয়ে অনেক আশা নিয়ে ছেলেকে বিদ্যালয় পাঠিয়েছিল সে মা-ই ছেলের বিদ্যালয়ের বকেয়া বেতনাদি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে তার ঘাড়ে লাঙ্গল তুলে দিয়ে মাঠে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোতে হাফ ফ্রি ও ফুল ফ্রির প্রচলন থাকলেও কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে তা দেন না। অপর দিকে অনেক ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে বিদ্যালয় বিনাবেতনে পড়ালেখা করছে এবং উপবৃত্তির টাকা পেয়ে আইসক্রিম, চানাচুর ও আচাড় খেয়ে তা উড়িয়ে দিচ্ছে। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার প্রস্তাব, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দ্বারা স্থানীয় মুরব্বী ও জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা হোক কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের বেতনাদি দিয়ে লেখা-পড়া করতে অক্ষম। কেবলমাত্র তাদেরই উপবৃত্তির টাকাটা আর্থিক সাহায্য হিসাবে দেয়া হোক। তা সম্ভব না হলে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিল গঠন করা হোক। দরিদ্রের কষাঘাতে যে সব ছাত্রের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় তারা রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে অনুদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাবেন। তখন কর্তৃপক্ষ বিবেচনার ভিত্তিতে আবেদনকারী ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করবেন। এতে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ব্যাহত হবে না, বরং নারী শিক্ষার পাশাপাশি পুরুষ শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নয়ন হবে। আর তখনই আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। পুরুষ শিক্ষাকে অবহেলা করে শুধু নারী শিক্ষার উন্নয়ন করে দেশ ও জাতির সত্যিকার উন্নয়ন হবে না।

মোঃ আলী আশ্রাব (রাসেল)
[illegible] হিয়াছিন্য আকতের কান্দি,
পালেরচর, জাজিরা, শরীয়তপুর।